দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 02 2002

# অপহরণের ৫৩ দিন পর উদ্ধার হয়েছে স্কুল ছাত্রের ১২ টুকরো করে কাটা লাশ

## মুক্তিপণ চেয়েছিল ১৫ লাখ টাকা॥ গণফোরাম নেত্রীসহ গ্রেফতার ৬

*বাসাবোতে অপহৃত স্কুল ছাত্র শিহাব* —জনকণ্ঠ

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** অপহরণের ঘটনা পুলিশকে জানানোর, চরম খেসারত দিতে হয়েছে এক শিল্পপতিকে। পুলিশ শিল্পপতির পুত্রকে জীবিত উদ্ধার করতে না পারলেও অপহরণের প্রায় দু'মাস পরে উপহার (!) দিয়েছে অপহৃত ছেলের ১২ টুকরা লাশ। পনের লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায়ের জন্য একদল অপহরণকারী এই স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করেছিল মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের গেট থেকে। ঘটনার পর পরই বিষয়টি জানানো হয় মতিঝিল থানা পুলিশকে, কিন্তু তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টা সন্ত্রাসীরা ঘটনাটি জানার পর অপহৃত ছেলেটিকে খুন করে লাশ টুকরা টুকরা করে কেটে স্কুলব্যাগে ভরে পুঁতে রাখে মাটিতে। ঘটনার ৫৩ দিন পরে সেই টুকরা টুকরা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আর গ্রেফতার করে ৬ অপহরণকারীকে।

*(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)*

নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

## অপহরণের ৫৩ দিন পর

*(প্রথম পাতার পর)*

এদের মধ্যে গণফোরামের এক মহিলা নেত্রীও রয়েছেন। রবিবার রাতের দীর্ঘ অভিযানে এদের গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ।

অপহরণের পরে নিহত এই ছেলেটির নাম খন্দকার শিহাব আহমদ। মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সে। পিতা দিলদার আহমদ ময়মনসিংহ স্পিনিং মিলের মালিক। আদিবাস বাগেরহাটে। এখন বাস করেন বাসাবোর ইস্টার্ন হাউজিংয়ের একটি ফ্লাটে। শিহাবের দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। শিহাব বাড়ি থেকে প্রতিদিন স্কুলে আসে তার এক প্রতিবেশী খালার সঙ্গে। তার সন্তানও একই স্কুলের ছাত্র। প্রতিদিনের মতো ঘটনার দিন অর্থাৎ এ বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি সেই খালার সঙ্গে স্কুলে আসে শিহাব। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় আর তার সঙ্গে যায়নি। সে খালাকে বলেছিল 'আপনি চলে যান, আমি পাড়ার এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে অন্য জায়গায় যাবে'। সেই থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় শিহাব।

এদিকে ফেরার সময় গড়িয়ে গেলেও তার বাড়ি না ফেরার কারণে চিন্তিত হয়ে পড়ে বাড়ির সকলেই। শিহাবের পিতার কাছে একটি ফোন আসে। তাতে বলা হয় শিহাব অপহৃত হয়েছে। মুক্তির জন্য দাবি করা হয় ২০ লাখ টাকা। ফোন ছেড়ে শিহাবের পিতা আসেন মতিঝিল থানায় অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু থানার কর্তব্যরত পুলিশ তাঁকে একটি জিডি করে বাড়ি চলে যাবার পরামর্শ দেয়। পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি জিডি করে বাড়ি যান। এভাবে চলে যায় ৬দিন। এরপর